বর্তমান সরকার মানুষের কল্যাণের জন্য চিন্তা করে

আলমডাঙ্গার হারদি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ৫০ বেডের নতুন ভবন উদ্বোধন করা হয়েছে। সোমবার সকাল ১১ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও ১ আসনের এমপি সোলাইমান হক জোয়াদ্দার ছেলুন নতুন ভবনের উদ্বোধন করেন।

নতুন ভবন উদ্বোধন শেষে হারদি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স মিলনায়তনে উপজেলা স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা কমিটির আলোচনা সভা অংশ নেন এমপি ছেলুন জোয়াদ্দার।

অনুষ্ঠানে আলমডাঙ্গা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আয়ুব হোসেনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা ১ আসনের এমপি সোলাইমান হক জোয়াদ্দার ছেলুন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে এমপি ছেলুন বলেন, বর্তমান সরকার মানুষের কল্যাণের জন্য চিন্তা করে। সাধারণ মানুষের নাগালে কমিউনিটি ক্লিনিক থাকায় সহজেই চিকিৎসা সেবা পাচ্ছে।

তিনি আরো বলেন, হারদি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের নতুন ভবনের কারণে চিকিৎসা সেবার আরো মানউন্নয়নে অগ্রগতি পেলো। উপজেলার সাধারণ মানুষ আর জেলামুখী চিকিৎসা সেবা নিতে দৌঁড়াতে হবে না।

অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা হাদি জিয়াউদ্দিন আহমেদ।

এসময় বক্তব্য রাখেন, চুয়াডাঙ্গা সিভিল সার্জন ডাক্তার সাজ্জাদ হোসেন, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার রনি আলম নুর, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান অ্যাড. সালমুন আহমেদ ডন, সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান দেলোয়ার হোসেন, থানা অফিসার ইনচার্জ সাইফুল ইসলাম, উপজেলা পঃপঃ কর্মকর্তা হাসানুজ্জামান খান, সমাজসেবা অফিসার নাজমুল হোসেন, হারদী ইউপি চেয়ারম্যান আশিকুর রহমান ওল্টু, প্রেসক্লাব সভাপতি খন্দকার শাহ আলম মন্টু, সাধারণ সম্পাদক খন্দকার হামিদুল ইসলাম আজম।

এসময় উপস্থিত ছিলেন এনজিও প্রতিনিধি বাবুল আক্তার, এ এইচ আই

মাহবুল ইসলাম, ডাক্তার নাজনীন সুলতানা, ডাক্তার পার্থ সারথি পাল, শারমিন আক্তার, ডাক্তার আব্দুল্লাহ আল মাসুম, ডাক্তার আলামিন, ডাক্তার আব্দুল্লাহ আল গালিব, ডাক্তার শরিফুল ইসলাম, ডাক্তার চৌধুরী আসিফ আব্দুল্লাহ, ডাক্তার শারমিন সুলতানা, ডাক্তার মহুয়া বিনতে মোরশেদ, ডাক্তার জেসমিন আক্তার, ডাক্তার রুকাইয়া খাতুন, ডাক্তার লিয়ন, ডাক্তার শাহানা নাজনীন সহ উপজেলা স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা কমিটির সকল সদস্যবৃন্দ। এ নতুন ভবন নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ৯ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা।

দামুড়হুদা শাখা রূপালী ব্যাংক লিমিটেড পরিদর্শন করলেন খুলনা বিভাগীয় জিএম

দামুড়হুদা শাখা রূপালী ব্যাংক পরিদর্শন করেছেন রূপালী ব্যাংকের খুলনা বিভাগীয় শাখা ব্যবস্থাপক (জিএম) হেমন্ত কুমার দাস। সোমবার (১৮ জুলাই) বিকাল সাড়ে ৪ টার দিকে দামুড়হুদা শাখা রূপালী ব্যাংক পরিদর্শন করেন।

এসময় বিভাগীয় (জিএম) হেমন্ত কুমার দাস ব্যাংকে পৌছালে দামুড়হুদা রূপালী ব্যাংক শাখার ম্যানেজার আব্দুল খালেক ফুলের শুভেচ্ছা দিয়ে বরণ করে নেন।

দামুড়হুদা রূপালী ব্যাংক শাখার ম্যানেজার আব্দুল খালেক এর সভাপতিত্বে হেমন্ত কুমার দাস শাখা ব্যবস্থাপক ও অন্যান্য নির্বাহীদের উদ্দেশে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য রাখেন। এসময় শাখা সমূহের ব্যবসায়িক সব লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেন।

তিনি বলেন, রূপালী ব্যাংক বাংলাদেশের একটি অন্যতম ও রাষ্ট্রয়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক আমি মনে করি এবং বিশ্বাস করি রূপালী ব্যাংক এগিয়ে চলছে অফুরন্ত শক্তি আর দুর্বার গতি নিয়ে

অভিযুক্ত ধর্ষণের চেষ্টাকারী লম্পট গিয়াস গ্রেফতার

দর্শনার ছয়ঘরিয়া গ্রামে ৫ বছর বয়সী এক শিশু কন্যাকে (৫) ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় দর্শনা থানায় প্রতিবেশী এক সন্তানের জনক গিয়াস উদ্দিন ওরফে গ্যাসটনের বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় একটি মামলা রুজু করা হয়েছে।

ঘটনার সাথে জড়িত অভিযুক্ত গিয়াস উদ্দিন ওরফে গ্যাসটনকে (২৭) গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানাধীন পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের ছয়ঘরিয়া গ্রামের বাগান পাড়ায়।

অভিযোগে জানা যায়, চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানাধীন পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের ঝাঝাডাঙ্গা গ্রামের বাগান পাড়ার সোলাইমান মন্ডলের ছেলে লম্পট গিয়াস উদ্দিন গ্যাসটন শনিবার দুপুর ১২ টার দিকে প্রতিবেশী একই ইউনিয়নের ছয়ঘরিয়া গ্রামের বাগানপাড়ার এক দিন মুজুরীর ঘরে প্রবেশ করে।

এসময় ঘরে ঘুমিয়ে ছিল গৃহকর্তার ১১ বছর বয়সী এক শিশু পুত্র ও পাশেই বসে খেলা করছিল ৫ বছর বয়সী শিশু কন্যা। এসুযোগে লম্পট গিয়াস উদ্দিন ওরফে গ্যাসটন শিশু কন্যা সানজিদাকে (ছদ্মনাম) ধর্ষণের চেষ্টা চালায়। এতে শিশু কন্যার গোঙড়ানীতে পাশে ঘুমিয়ে থাকা ভাইয়ের ঘুম ভেঙ্গে গেলে ধর্ষণের চেষ্টাকারী লম্পট গিয়াস উদ্দিন ওরফে গ্যাসটন পালিয়ে যায়।

এসময় তার মা ও বাবা বাড়ি ফিরলে শিশু পুত্র ঘটনার বর্ণনা জানান। এ ঘটনা জানার পর লম্পট গিয়াস উদ্দিন ওরফে গ্যাসটনের বিরুদ্ধে দর্শনা থানা পুলিশে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিত্বে ঘটনা যান দর্শনা থানা পুলিশ। আর ঘটনার পর থেকে এলাকা থেকে গাঁ-ঢাকা দেয় লম্পট গিয়াস উদ্দিন ওরফে গ্যাসটন।

এরই একপর্যায় রাত ১০ টার দিকে গিয়াস ওরফে গ্যাসটন বাড়ি ফেরার পথে স্থানীয় লোকজন তাকে ধরে পুলিশে খবর দেয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে

পৌছে তাকে গ্রেফতার করে থানা হেফাজতে নেয়। রাতেই শিশু কন্যার মা বাদী হয়ে অভিযুক্তর বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় যৌন নীপিড়ণের অভিযোগ তুলে মামলা দায়ের করেন।

এ মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এস,আই নীতিস বলেন, এ ঘটনায় শিশু কন্যার মা বাদী হয়ে দর্শনা থানায় যৌন নীপিড়ণের অভিযোগে একটি মামলা রুজু করা হয়েছে। অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

দর্শনায় চুরিকৃত ট্রাক ফরিদপুর ভাঙ্গা থেকে উদ্ধার

দর্শনায় বাসস্ট্যান্ড থেকে চুরিকৃত ট্রাক ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গা থেকে উদ্ধার করেছে ট্রাকের মালিকপক্ষ। গতকাল রোববার ভোরের দিকে ২জোড়া চাকা, ব্যাটারী ও তেলের ট্যাংকি খালি অবস্থায় ট্রাকটি উদ্ধার করা হয়।

চুরিকৃত ট্রাকের মালিক দর্শনার সিকদার মটরসের সত্বাধীকারী হাবিবুর রহমান জানান, কোরবানী ঈদের দুইদিন আগে গত ৮ জুলাই ট্রাকটি দর্শনা বাসষ্ট্যান্ডের আরম মার্কেটের গ্যারেজে রাখেন।

সকলের অজান্তে গত বুধবার ১৩ জুলাই দিবাগত রাতে আন্ত:জেলা চোর চক্রের সদস্যরা ট্রাকটি চুরি করে নিয়ে যায়। পরদিন বৃহস্পতিবার সকালের দিকে ট্রাকটি যথাস্থানে দেখতে না পেয়ে সিসি টিভির ফুটেজ দেখে বুঝতে পারেন রাত ১২ টা ৪২ মিনিটের দিকে চোরেরা ট্রাকটি চুরি করে নিয়ে গেছে। অনেক খুজাখুজি করেও ট্রাকটির হদিস না পাওয়ায় ওই দিনই তিনি দর্শনা থানায় একটি জিডি করেন।

ট্রাক চুরি হওয়ার ৩ দিনের মাথায় গত শনিবার সন্ধ্যার দিকে একটি মোবাইল ফোন নম্বর থেকে বিল্লাল হোসেন নামে পরিচয় দিয়ে বলেন, ভাই আপনার কি কোন ট্রাক চুরি হয়ে গেছে, যার রেজিঃ নং ঢাকামেট্রো ট-২০-৭৮৭৬। ট্রাকটি ব্যাটারী ও চার চাকা খোলা অবস্থায় ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গা-বরিশাল সড়কের একটি নির্রমানাধীন

তেল পাম্পের অদুরে পড়ে আছে। এ খবর পেয়ে তিনি দর্শনা থানা পুলিশকে জানান। পরে ওই রাতেই তিনি পুলিশকে সাথে নিয়ে গতকাল ভোর সাড়ে চার টার দিকে চুরিকৃত ট্রাকটি উদ্ধার করা হয়। ট্রাকটি থানা হেফাজতে রয়েছে।

দর্শনা থানার ওসি এএইসএম লুৎফুল কবির চুরিকৃত ট্রাকটি উদ্ধারের ঘটনা সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। এদিকে, দর্শনা থানা এলাকায় একের পর এক চুরি, ছিনতাই, ডাকাতি হওয়ায় এলাকায় জনমনে চরম আতঙ্ক বিরাজ করছে।

জীবননগরে হামলার অভিযোগে সাবেক ছাত্রলীগ নেতা গ্রেপ্তার

জীবননগর উপজেলার রায়পুর ইউনিয়নের কৃঞ্চপুরে কৃষি জমিতে সোলার বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন কে কেন্দ্র করে হামলার অভিযোগে করা মামলায় সাবেক কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ নেতা সাজ্জাদকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। রোববার তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন জীবননগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল খালেক। তিনি বলেন, স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান মো. আব্দুর রশিদ শাহের কাঠগোলা ও সোলার বিদ্যুৎকেন্দ্রে হামলায় ঘটনায় আব্দুর রশিদ ও আওয়ামী লীগ নেতা বাদী হয়ে দুটি মামলা করেছিলেন। এই মামলায় সাজ্জাদকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁকে আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।

সূত্রে জানা গেছে, রায়পুরের কৃঞ্চপুরে কৃষি জমিতে সোলার বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন করার প্রতিবাদে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করছেন স্থানীয় কৃষকেরা। এর ধারাবাহিকতায় গত ৭ জুলাই চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে মানববন্ধন করেন কৃষকেরা। মানববন্ধন শেষে বাড়ি ফেরার সময় স্থানীয় চেয়ারম্যানের কাঠগোলা ও সোলার বিদ্যুৎকেন্দ্রের অফিসে হামলার অভিযোগে ৬৫ জনের নাম উল্লেখসহ আরও ১৫০ জনকে অজ্ঞাত আসামি করে মামলা করা হয়।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান মো. আব্দুর রশিদ শাহ, তাঁর ছেলে নয়ন ও জবা কৃঞ্চপুরের কৃষি জমিতে সোলার বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের জন্য সিঙ্গাপুরভিত্তিক বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান সাইক্রেটিক এনার্জি লিমিডেটকে সহযোগিতা করছেন। এ জন্য স্থানীয় কৃষকদের থেকে জোর করে জমি নেওয়ার চেষ্টা করছেন। কৃষকেরা প্রতিবাদ করায় তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা দেওয়া হচ্ছে।

স্থানীয় কৃষক আবদার রহমান বলেন, কৃঞ্চপুরে কৃষি জমিতে সোলার বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের জন্য আমাদের জমি জোর করে দখলের চেষ্টা করা হচ্ছে। জমি দেওয়ার জন্য আমাদের চাপ দিচ্ছেন ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুর রশিদ, তাঁর ছেলে নয়ন ও জবা।

কৃষক মো. আনছার বলেন, জমি না দিতে চাওয়ায় আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দেওয়া হচ্ছে। আমরা জীবন দেব তবুও চাষের জমি দেব না। জমি দিলে আমরা খাব কী?

মামলার স্বাক্ষী মো. জসিম ও মো. সোহাগ বলেন, আমরা ঘটনাস্থলে ছিলাম না। আমাদের মামলায় স্বাক্ষী করা হয়েছে শুনছি। তবে আমরা এ বিষয়ে কিছুই জানি না।

তবে এসব অভিযোগ অস্বীকার করেন ইউপি চেয়ারম্যান মো. আব্দুর রশিদ শাহ। তিনি বলেন, ৭ জুলাই স্থানীয় বাসিন্দা ও কেন্দ্রীয় যুবলীগের সদস্য জাহাঙ্গীর আলমের নেতৃত্বে কয়েক শ কৃষক জেলা প্রশাসকের কার্যলয়ের সামনে বিক্ষোভ করেন। সেখান থেকে বাড়ি ফেরার পথে কৃষকেরা তাঁর কাঠগোলায় হামলা চালান। এ ঘটনায় তিনি বাদী হয়ে মামলা করেছেন। তিনি কোনো হয়রানি করছেন না।

আলমডাঙ্গায় প্রবাসীর বাড়িতে টাকা ও গহনা চুরি, চোর আটক

আলমডাঙ্গার কেশবপুর প্রবাসীর ঘরে চুরির অভিযোগে রোজা (৩৫)কে আটক করেছে পুলিশ। শনিবার দুপুরে ওই মামলায় জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার হারদি ইউনিয়নের কেশবপুর গ্রামের চাঁদ আলীর ছেলে রোজা। তার বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন যাবৎ চুরির অভিযোগ করে এলাকাবাসী।

গত জুন মাসের ২০ তারিখে কেশবপুর গ্রামের প্রবাসীর বাড়ি থেকে রাতের আধারে নগত দেড় লক্ষ টাকা ও স্বর্ণের গহনা চুরি করে নিয়ে যায়। যাবার সময় ওই বাড়িতে তার মোবাইল ফেলে যায় চোর রোজা।

সকালে উঠে ঘরের জিনিসপত্র এলোমেলো দেখে ডয়ার খুলে টাকা ও গহণা পায় না পরিবারের লোকজন। তবে, ঘরের মেঝেতে বাটন ফোন পড়ে থাকতে দেখে।

পরবর্তীতে ফোনের মালিক রোজাকে সনাক্ত করে। রোজার সাথে যোগাযোগ করতে থাকলে সে বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। পরবর্তীতে প্রবাসীর পরিবার থেকে আলমডাঙ্গা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে।

অভিযোগের ভিত্তিতে ২০ দিন পর চোর রোজাকে আটক করে পুলিশ। শনিবার দুপুরে সংশ্লিষ্ট মামলায় জেল হাজতে প্রেরণ করে পুলিশ।

আলমডাঙ্গায় শরিকানা জমি নিয়ে বিরোধ, অবরুদ্ধ দুটি পরিবার

আলমডাঙ্গায় শরিকানা জমি নিয়ে বিরোধের জেরে আপন ৬ ভাই মিলে দুই ভাইকে বেড়া দিয়ে গৃহবন্দি করে রেখেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। ঘটনাটি আলমডাঙ্গা উপজেলার বাড়াদি স্কুলপাড়ায় ঘটেছে।

চলাচলের পথ বন্ধ করায় বিপাকে পড়েছে দুটি পরিবার। এ ঘটনায় সহিংসতার শঙ্কা প্রকাশ করেছে স্থানীয়রা। জানাগেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার বাড়াদি গ্রামের মৃত ফিতাজের দুই ছেলে আ.খলিল ও আ.রশিদ স্কুল প্রাঙ্গণে বসবাস করে আসছে।

দুটি পরিবার প্রায় ২৭ বছর যাবৎ মায়ের শরিকানা জমিতে বসবাস করে। ইতো মধ্যে দুই ভাই পাঁকা বাড়ি নির্মাণ করেছে। এদিকে, রশিদের ৬ ভাই রবিউল, করিম, রহিম, আজম, হাফিজুল ও দেলোয়ার মায়ের শরিকানার

অন্যত্র জমিতে বসবাস করে। খলিল ও রশিদের মা মৃত সাহারী খাতুনের তিনটি দাগে ৬৯ শতক জমি রয়েছে। ওই জমিতে ৮ ভাই বসবাস করে আসছে।

দীর্ঘদিন বসবাস করে আসলেও গত কয়েক বছর পূর্বে স্কুল প্রাঙ্গণের জমির দলিল জাল করে করিমের বিরুদ্ধে বিক্রয়ের অভিযোগ করে রশিদ। এরপরেই তাদের দুই বোনের শরিকানা জমি ক্রয় করে রশিদ ও খলিল। এরই সূত্র ধরে রশিদ ও খলিলের নিকট শরিকানা জমির দাবিতে তার ৬ ভাই বাঁশের বেড়া দিয়েছে। এতে ২ টি পরিবার গৃহবন্দি হয়ে পড়েছে। এরই কারণে সহিংসতার আশঙ্কা করছে স্থানীয়রা।

এবিষয়ে ইউপি সদস্য হাসিবুল ইসলাম বলেন, শরিকানা জমি নিয়ে ভাই ভাই বিরোধ চলে আসছে। শুনেছি রশিদ ও খলিলের বাড়ির সামনে বাঁশের বেড়া দিয়েছে।

দামুড়হুদার চন্দ্রবাসে সড়ক দূর্ঘটনায় দুজন গুরুতর আহত

দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা-মুজিবনগর সড়কে সড়ক দূর্ঘটনায় দুই মোটরসাইকেল আরোহী গুরুতর আহত হয়েছে। আহতরা হলেন দামুড়হুদা চাঁদপুর গ্রামের খালপাড়ার ভাদুর ছেলে সাইফুল (৩০) ও তার বন্ধু একই গ্রামের আব্দুল হালিমের ছেলে ওবাইদুর রহমান (১৭)।

শুক্রবার বিকাল ৬ টার দিকে চন্দ্রবাস-কানাইডাঙ্গা মাঠের সড়কে এই দূর্ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান শুক্রবার বিকাল ৬ টার দিকে সাইফুল ও তার বন্ধু ওবাইদুর রহমান চন্দ্রবাস গ্রামের উদ্দেশ্যে মোটরসাইকেলযোগে রওনা হয়ে চন্দ্রবাস-কানাইডাঙ্গা মাঠের মধ্যে রাস্তার পৌছালে চন্দ্রবাস থেকে ছেড়ে আসা একটি দ্রুত গতির মোটরসাইকেলের সামনে ধাক্কা লাগলে দুজন মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে পড়ে যায় সড়কের উপর। এসময় তারা দুজন গুরুতর আহত হয়।

কার্পাসডাঙ্গায় যুব উন্নয়ন ক্লাবের ঈদ পূর্নমিলনী অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গায় যুবকদের ঈদ পূর্নমিলনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার রাত ৮টার দিকে কার্পাসডাঙ্গা কবরস্থান মোড়ে কার্পাসডাঙ্গা যুব উন্নয়ন ক্লাবের উদ্যোগে পূর্নমিলনীর আয়োজন করা হয়।

যুব উন্নয়ন ক্লাবের সভাপতি ও ইউনিয়ন যুবলীগের যুগ্ম সাধারন সম্পাদক শরীফুজ্জামান শরীফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল করিম বিশ্বাস। বিশেষ অতিথি ছিলেন ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারন সম্পাদক আব্দুস সালাম বিশ্বাস।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন যুবলীগ নেতা বখতিয়ার খলজি বকুল, ক্লাব সদস্য মেসকাত, জাহাঙ্গীর, হাসনাত, মফি, শফি, আলামিন, রানা, সালাউদ্দিন, শাহজামাল, মিনজুল, জাইরুল, মুন্না, খায়রুল, হারুন, শাহিন, জাকির, হাবিবুর, সাইদুর, মিরাজ, আব্দুর রহমান, এরশাদ, ইয়ান, আদালত, আব্বাস, আশাদুল, হাবিবুর, আতিক, মাহবুর, হাবিবুর, ইমরান প্রমুখ।

দর্শনা রেলইয়ার্ডে রাতের আধাঁরে ট্রাক ভিড়িয়ে ভুট্টা

চুরি

দর্শনা রেলইয়ার্ডে রাতের আধাঁরে ট্রাক ভিড়িয়ে ট্রেনের ওয়াগন হতে ভুট্টা চুরির ঘটনা ঘটেছে। এসময় ট্রাক চালক পালিয়ে গেলেও চোরাই মালামালসহ চোর চক্রের ৪ সদস্য আটক করেছে পুলিশ।

সেই সাথে উদ্ধার হওয়া ভুট্টা সহ ট্রাকটি পুলিশ জব্দ করে থানা হেফাজতে নিয়েছে। এ ঘটনায় ভুট্টা মালিক আসামীদের বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় মামলা দায়ের করেছে।

আটককৃতরা হচ্ছে দর্শনা পৌর এলাকার ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামের ঈদগাঁহপাড়ার জিন্নাত আলীর ছেলে নিজাম উদ্দিন (২৮), দর্শনা আজিমপুর মোস্তফা ডাক্তারের বাড়ির পাশের মৃত সিরাজ মিস্ত্রির ছেলে সাগর হোসেন (৩০) ও দর্শনা থানাপাড়া রেল ইয়ার্ড এলাকার ইয়াকুব আলীর ছেলে সুমন ইসলাম (২০) এবং মৃত মোজাহার শাহর ছেলে ফজলু (৫৫)।

জানাগেছে, শুক্রবার ভোর ৪ টার দিকে দর্শনা রেল ইয়ার্ড চত্বরে একদল চোর সিন্ডিকেট ইয়ার্ডে হানা দেয়। এসময় চোরেরা ইয়ার্ডে ট্রাক ভিড়িয়ে ইয়ার্ডের থাকা রেল ওয়াগনের দরজার সীলগালা খুলে ওয়াগনের মধ্যে থাকা ভুট্টা চুরি শুরু করে।

এরই একপর্যায় চোরেরা ট্রাক লোড করে ভুট্ট নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় দর্শনা পুরাতন বাজার রেলগেইট সংলগ্ন উত্তর পূর্ব দিকে জনৈক আমজাদ হোসেনের সাগর সাইকেল ষ্টোর রেলবাজার নামক দোকানের সামনে ট্রাকটি পৌছালে দর্শনা থানা পুলিশ ট্রাকটিকে গতিরোধ করে।

এসময় ট্রাক চালক পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে পালিয়ে গেলেও পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে চোর সিন্ডিকেটের ৪ সদস্যকে আটক করতে সক্ষম হয়। এসময় পুলিশ ৯০ বস্তা ভুট্টা সহ ট্রাকটি জব্দ করে থানা হেফাজতে নেয়।

এ ঘটনায় মালামালের মালিকদর্শনা পৌর এলাকার ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামের হাজী মোঃ আজহার আলীর ছেলে বিশিষ্ট সি এ্যান্ড এফ ব্যাবসায়ী মেসার্স নর্থ বেঙ্গল শিপিং এজেন্সি প্রপাইটার লিমিটেডের স্বত্বাধীকারী আতিয়ার রহমান বাদী হয়ে আটককৃত আসামী সহ ট্রাক চালক দর্শনা থানাপাড়া (রেলইয়ার্ড) এর ইয়াকুব আলীর ছেলে সাগরকে (২৮) আসামী করে দর্শনা থানায় অজ্ঞাত আরও ৫/৬ জনকে আসামী

করে মামলা রুজু করা হয়েছে।